IslamHouse.com
1437

আত্মশুদ্ধি

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

খালেদ ইবন আব্দুল্লাহ আল - মুসলেহ

□□

অনুবাদ : আব্দুন নূর ইবন আব্দুল জব্বার
সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

صلاح القلوب

خالد بن عبد الله المصلح

ترجمة: عبد النور بن عبد الجبار
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

IslamHouse.com

91

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بالهدي ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، فبلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حقّ الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان سُنّته إلى يوم الدين، أما بعد:

“নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করি আর তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্ট এবং নিজেদের অন্যায় কার্যাদির অশুভ পরিণতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে বিভ্রান্তকারী কেউ নেই এবং যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন তাকে হিদায়াত

IslamHouse.com

91

তা ‘আলা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সত্যই বলেছেন :

﴿وَإِذَا رَأَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أَجۡسَامُهُمۡۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡۖ كَأَنَّهُمۡ خُشُبٞ مُّسَنَّدَةٞۖ يَحۡسَبُونَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡۚ هُمُ ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٤﴾ [المنافقون: ٤]

“(হে রাসূল !) তুমি যখন মুনাফিকদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর , যেন তারা দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভসদৃশ। তারা যে কোনো শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু। অতএব, তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও , আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে ?” [সূরা আল-মুনাফিকূন , আয়াত: ৪]

অতএব, এই হলো সেই সকল জাতি যারা দৃশ্যত সুন্দর ও মনোরম এবং তাদের কথায় প্রতারক। তাদেরকে আল্লাহ তা ‘আলা দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের সাথে তুলনা করেছেন , যে কাঠের মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই এবং এ সমস্ত এমন দৃশ্য

IslamHouse.com

[illegible]” [illegible, illegible: ٥٥]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

91

হলো মূলবিষয় এবং এর ওপরই নির্ভর করবে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦﴾ [الاعراف: ٢٦]

“হে বানী আদম! আমি তোমাদেরকে লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভুষার জন্যে তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি, তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। এটা আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্যতম নিদর্শন, যাতে মানুষ এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২৬]

আল্লাহ তা ‘আলা অবহিত করেছেন যে, তাকওয়ার পোশাক ও তার সজ্জিতকরণই হলো বাহ্যিক সাজসজ্জা, প্রাচুর্য ও ইত্যাদি থেকে উত্তম। বান্দা তার অন্তরের সংশোধন, সজ্জিতকরণ, সুবাসিত ও সুগন্ধযুক্ত করা ছাড়া তার তাকওয়ার পোশাকে সজ্জিতকরণ সম্ভব নয়। কারণ, তাকওয়ার স্থান হলো

IslamHouse.com

91

অন্তর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢﴾ [الحج: ٣٢]

“এটাই আল্লাহর বিধান আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩২]

আল্লাহ তা ‘আলা দীন ইসলামের নিদর্শন ও অনুষ্ঠান-এর সম্মান প্রদর্শন করা বান্দার অন্তরে তাকওয়ার বিদ্যমানতা ও অবস্থান এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সহীহ মুসলিমে (সাহাবী) আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

«يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم كانوا على أفجر

IslamHouse.com

قلبِ رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً»

“[illegible]!
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

«التقـوى هاهنـا، التقـوى هاهنـا، التقـوى هاهنـا، وأشار إلى صدره »

“[illegible], [illegible], [illegible] (...) [illegible] [illegible]”[2]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[2] [illegible]

[illegible]

[illegible],

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧﴾ [يونس: ٥٧]

“[illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

91

প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহত্তর ও সুমহান যা নিয়ে এসেছেন তা হলো অন্তরের সংশোধন ও পরিশুদ্ধতার ব্যবস্থাপত্র। এ কারণেই একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ও পদ্ধতি ব্যতীত তা পরিশুদ্ধ করার কোনো উপায় নেই। অন্তরের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যকতার কারণ হলো যে, অন্তর এমন একটি সূক্ষ্ম বা কমনীয় মাংসখণ্ড যা আল্লাহ তা 'আলা তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দ্বারা মনোনীত করেছেন এবং তাকে তার আলোর স্থান এবং হিদায়াতের জন্যে মূলকেন্দ্র বানিয়েছেন। আল্লাহ তা 'আলা তাঁর কিতাবে অন্তরের উদাহরণ উল্লেখ করে বলেছেন :

﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ مَثَلُ نُورِهِۦ
كَمِشۡكَوٰةٖ فِيهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ
ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوۡكَبٞ دُرِّيّٞ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٖ
مُّبَٰرَكَةٖ زَيۡتُونَةٖ لَّا شَرۡقِيَّةٖ وَلَا غَرۡبِيَّةٖ يَكَادُ زَيۡتُهَا
يُضِيٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٞۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ
يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ

IslamHouse.com

91

ا لۡأَمۡثَٰلَ لِلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٣٥ ﴿
[النور: ٣٥]

“আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও যমীনের জ্যোতি, তার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ; এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পাক-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যের নয়, অগ্নি একে স্পর্শ না করলেও যেন এর তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৫]

অন্তর হলো পরিচয়ের স্থান, তাই এই অন্তর দিয়েই বান্দা তার রব ও মনিবের পরিচয় লাভ করে থাকে। এর মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে থাকে এবং এরই মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর শর‘ঈ আয়াত বা আল্লাহ তা‘আলা যা তার বান্দার প্রতি অহী আকারে নাযিল

IslamHouse.com

91

করেছেন তা গভীরভাবে চিন্তা -ভাবনা করে থাকে।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ ٢٤﴾ [محمد: ٢٤]

“তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না ? নাকি তাদের অন্তর তালাবন্ধ ?” [সূরা মুহাম্মাদ , আয়াত: ২৪]

বরং তাদের অন্তরে এমন তালা লাগানো , যা চিন্তা ভাবনা করতে বাধার সৃষ্টি করে এবং এ অন্তর দিয়েই বান্দা আল্লাহ তা ‘আলার মাখলুকাত (যেমন, দিন -রাত এবং চন্দ্র -সূর্য ইত্যাদি) এবং দিগন্ত ও সুদূর প্রান্তের নিদর্শন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে থাকে।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٤٦﴾ [الحج: ٤٦]

“তারা কি দেশ ভ্রমণ করে নি ? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতি শক্তিসম্পন্ন কর্ণের

IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

قطع المسافة بالقلوب إليه لا
بالسير فوق مقاعد
الرُّكبانِ

[illegible]

[illegible]:

«إنّ أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شِعباً ولا وادياً إلا وهم معنا، حبسهم العذر»

“[illegible]”[3]

[illegible]‘[illegible]’،

«إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض»

“[illegible]”[4]

---

[3] [illegible]

[4] [illegible]

91

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তারা এমন লোক যাদের দেহ বা শরীর মদীনায় ওযর বা অসুস্থতার কারণে আটকে রাখা হয়েছে, যার ফলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উক্ত যুদ্ধে বের হতে পারেন নি, তবে তারা অন্তরের দিক থেকে ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে বের হয়েছিলেন। তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে আত্মা এবং অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির ন্যায় উপস্থিত থাকেন এবং এটিই হলো অন্তরের দ্বারা জিহাদ। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন: "এবং এটি হলো অন্তর দিয়ে জিহাদ করা, আর তা হলো জিহাদের চার স্তরের একটি। স্তর চারটি হলো নিম্নরূপ: অন্তর, জিহ্বা, অর্থ-সম্পদ এবং শরীর"। হাদীসে বর্ণিত আছে:

«جاهـــدوا المشـــركين بألســـنتكم وقلـــوبكم وأموالكم»

"তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহ্বা, অন্তর এবং অর্থ-সম্পদ দিয়ে সংগ্রাম করো।"[5]

---

[5] আবূ দাউদ হাদীস নং ২৫০৪; নাসাঈ ৬/৭; আহমাদ ৩/১২৫, ১৫৩; যাদুল মা'আদ।

IslamHouse.com

[illegible]

ليست الفضـائل بكـثرة الأعمـال البدنيـة، لكن بكونها خالصة لله عز وجـل، صـواباً على متابعة السنة، وبكثرة معارف القلوب وأعمالها

[illegible]

[illegible]

مـن لـي بمثـل سيـرك المدلَّل
تمشـي رويـداً وتجـي

في الأول

[illegible]!

[illegible]

91

﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡ﴾ [الحج: ٣٧]

“আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত এবং রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের (অন্তরের) তাকওয়া।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩৭]

আল্লাহ তা‘আলার কাছে অন্তরের তাকওয়াই শুধু পৌঁছে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠]

“তাঁরই (আল্লাহর) দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম সেটাকে উন্নীত করে।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০]

যে কোনো প্রকার আমলের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া এবং তা সম্ভব হবে ভালোবাসা এবং সম্মানের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য অন্তরের ইবাদতের মাধ্যমে।

কবি বলেন,

IslamHouse.com

فالفضـل عنـد الله ليـس بصـورة الـ
أعمـال بـل بحقائـق الإيمـان
وتفاضـل الأعمـال يتبـع مـا يقـو
م بقلـب صاحبـها مـن البرهـان
حتـى يكـون العامـلان كلاهمـا
فـي رتبـة تبـدو لنـا بعيـان
هـذا وبينهمـا كمـا بين السمـا
والأرض في فضـل وفـي
رجحـان

“[illegible] (...) [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

91

অন্তরকে তাঁর দেখার স্থান বানিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصبعه إلى صدره»

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও ধন-দৌলতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি লক্ষ্য করে থাকেন তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে বুকের বা অন্তরের দিকে ইশারা করলেন।”[6]

ঈমান ও কুফুরী এবং হিদায়াত ও গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ও সততার মূল হলো যা বান্দার অন্তরে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই উম্মতের সাধারণ ওলামায়ে কেরামের রায় হলো যে, কোনো বক্তিকে যদি কুফুরী কথার প্রতি বাধ্য করা হয় তাহলে তাকে উক্ত

---

[6] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৪।

IslamHouse.com

[illegible]

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٠٧ [النحل: ١٠٦، ١٠٧]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

كيف تجد قلبك؟

[illegible]

[illegible]

«ألا وإن في الجسد مضـغة إذا صـلحت صـلح الجسد كلـه، وإذا فسـدت فسد الجسد كلـه، ألا وهي القلب»

[illegible]

91

যে, সেই মাংসখণ্ডটি হলো ক্বালব বা অন্তর।”[7]

একথা স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, অন্তরের ইবাদতই হলো মূল, যার ওপরই সমস্ত ইবাদত দাঁড়াবে। তাই শারীরিক পরিশুদ্ধতা নির্ভর করবে অন্তরের পরিশুদ্ধতার ওপর। অন্তর যখন তাকওয়া ও ঈমানের মাধ্যমে যথাযথ ও সঠিক হবে সমস্ত তখন শরীরও আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তী থাকবে। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه»

“বান্দার অন্তর সঠিক ও সোজা না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান খাঁটি হবে না।”[8]

তাই বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক এবং মুক্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর সোজা ও সঠিক না হবে। এ কারণেই মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিনের নাজাতকে অন্তরের পরিশুদ্ধতা,

---

[7] সহীহ বুখারী পৃ. ৫২; সহীহ মুসলিম পৃ. ১৫৯৯।

[8] আল মুসনাদ হাদীস নং ১৩০৭৯।

IslamHouse.com

[illegible]

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٩ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]

[illegible]

وما سمي الإنسان إلا لأنسه
ولا القلب إلا أنه يتقلَّب

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

91

মুসনাদ ইমাম আহমাদে উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দো‘আয় পাঠ করতেন:

«اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»

“হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের প্রতি স্থির রাখ।”

এবং তাঁর দো‘আর তালিকায় নিম্নের দো‘আটিও থাকতো:

«وأسألك قلباً سليماً»

“হে আল্লাহ! তোমার কাছে নিরাপদ অন্তর কামনা করছি।”[10]

এর কারণ হলো, অন্তরের পদস্খলন খুবই মারাত্মক এবং তার ভ্রষ্টতা ও বক্রতা ভয়াবহ ও গুরুতর। আর তার সবচেয়ে নিকৃষ্টতর হলো আল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়া এবং তার সমাপ্তি হলো অন্তরে সীলমোহর ও ছাপ এবং পরিশেষে মৃত্যু। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[10] হাদীসটি ইমাম আহমাদ ৪র্থ খণ্ডের ১২৩, ১২৫ এবং ইমাম তিরমিযী ৩৪০৭ পৃষ্ঠায় এবং নাসাঈ ১৩০৫ বর্ণনা করেছেন।

IslamHouse.com

﴿كَذَٰلِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ٥٩﴾ [الروم: ٥٩]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

91

* এই অন্তরটি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই ?!

* এই অন্তরটি কি পরিষ্কার, পরিশোধন এবং পরীক্ষার উপযুক্ত নয় ?!

প্রিয় পাঠক !

তোমার অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দাও সে দিন আসার পূর্বে যে দিন অন্তর তাতে জমাকৃত সবই জানিয়ে দিবে, সেদিন আসার পূর্বে যে দিন গোপনীয়তা প্রকাশ পাবে, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন অন্তরসমূহ বিদীর্ণ হবে, এবং সে দিন আসার পূর্বে যে দিন হৃদয়ের লুকায়িত ও আচ্ছাদিত যাবতীয় বিষয় প্রকাশিত হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَلَا يَعۡلَمُ إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ ٩ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١٠ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّخَبِيرُۢ ١١﴾ [العاديات: ٩، ١١]

“তবে কি সে ঐ সম্পর্কে অবহিত নয় যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত করা হবে এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কী ঘটবে, তাদের রব অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।” [সূরা আল-‘আদিয়াত, আয়াত: ৯-১১]

IslamHouse.com

[illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

فـإن تنـج منهـا تنج مـن ذي عظيمة
وإلا فإنـي لا إخـالك ناجيـا

“[illegible]

* [illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

91

খুলে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তঃকরণ খুব সংকুচিত করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করেন যে মনে হয় যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর কলুষ চাপিয়ে দেন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الانعام: ٨٢]

“প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুলুমের সাথে (শির্কের সাথে) সংমিশ্রিত করে নি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮২]

যে সমস্ত ঈমানদার তাদের ঈমানের সাথে সত্যবাদী এবং ঈমানের সাথে তারা শির্ককে মিশ্রিত করে নি ঐ সকল লোকদের জন্যই রয়েছে বিশ্বজাহানের রবের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও হিদায়াত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

IslamHouse.com

91

﴿سَنُلۡقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ بِمَآ أَشۡرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗاۖ وَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُۖ وَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٥١﴾ [ال عمران: ١٥١]

“যারা অবিশ্বাস করেছে, আমরা সত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে সে বিষয়ে শির্ক করেছে, যে বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আর যালেম তথা শির্ককারীদের পরিণাম কতই না মন্দ!”[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫১]

তাই অন্তরের নিরাপত্তা ও যথার্থতা একমাত্র আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ ছাড়া সম্ভব নয়, যার কোনো শরীক নেই। মানুষের মধ্যে যে পরিমাণ তাওহীদের সত্যতা এবং বিশ্বাসের যথার্থতা থাকবে সে পরিমাণ তার জন্য অন্তরের নিরাপত্তা ও সততা হাসিল সম্ভব হবে। অন্তর সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো যে, সে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং তাঁকে ভালোবাসবে এবং তাঁর তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আল্লাহই তার কছে একমাত্র প্রিয় হবে এবং অন্য সবকিছু থেকে অধিক সম্মানের ও মর্যাদাবান হবে। অতএব, অন্তরের পরিশুদ্ধতার মাধ্যমেই

IslamHouse.com

* [illegible]: [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

91

“যে ব্যক্তি বিদ‘আতীর সথে বসবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে অন্ধত্বের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন”। অর্থাৎ তার অন্তর (সত্য গ্রহণ করা থেকে) দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে এ থেকে রক্ষা চাই।

কবি বলেন,

إذا أنت لم تسقم و صاحبت مسقماً
وكنت لـه خدناً فأنت سقيـم

“যদি তুমি রোগী না হও কিন্তু পীড়িত ও রোগীর সঙ্গী-সাথী হয়ে থাকো এবং তার একান্ত সহচর হও, তাহলে তুমিও পীড়িত ও অসুস্থ হয়ে পড়বে।”

এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ বিদ্বেষ ও প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনা থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন মুসলিমদের জামা‘আতের সাথে মিলেমিশে থাকাকে, আর তা হলো বিদ‘আত বা ভ্রষ্টতা বা বিচ্ছিন্নতা বা ঝগড়া-বিবাদ করার মাধ্যমে মুসলিমদের জামা‘আত থেকে বের না হওয়া।

IslamHouse.com

* [illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣﴾ [الجاثية: ٢٣]

"(أ [illegible]!) [illegible] أ [illegible], أ [illegible]-[illegible] [illegible] أ[illegible]? [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

﴿أَفَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلۡمٖ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمۡعِهِۦ وَقَلۡبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣﴾ [الجاثية: ٢٣]

"[illegible] [illegible]? [illegible]?" [illegible]

[illegible]

﴿كَلَّا بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ١٤﴾ [المطففين: ١٤]

91

“না এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে।” [সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত: ১৪]

গুনাহ অন্তরকে অন্ধ করে দেয়। তাই গুনাহ থেকে সাবধান এবং সাবধান। কারণ, এর পরিণতি খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ।

কবি বলেন,

رأيت الذنوب تميت القلوبَ
وقد يورث الذّل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب
وخير لنفسك عصيانها

“গুনাহ বা পাপ অন্তরগুলোকে মৃত্যুতে পরিণত করতে দেখেছি এবং তা করতে থাকলে অন্তরগুলোকে তা লাঞ্ছিত করে দেয়। গুনাহ পরিত্যাগ করা হলো অন্তরের প্রাণ। তাই তোমার নিজের জন্য গুনাহের বিরোধিতাকে বেছে নেওয়াই উত্তম।”

ইমাম মুসলিম হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

IslamHouse.com

[illegible], [illegible]:

«تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأيّ قلبٍ أُشربها نُكت فيه نكتة سوداء، وأيُّ قلبٍ أنكرها نُكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مُربادّاً كالكوز مجخِّياً، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه»

[illegible]

[illegible]

[illegible]

91

শক্তিশালী হয়ে উঠে ও সে এমনভাবে ধ্বংসে পতিত হয় যে সে তা বুঝতেও পারে না। আর অন্তরের অন্ধকারকে আরও শক্তিশালী করে তুলে , এক পর্যায় গুনাহকারীর মুখে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং তা কালো হয়ে যায় এবং প্রত্যেকেই তা দেখতে পায়। ” ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

«إن للحسنة لنوراً في القلب، وضياءً في الوجه، وقوة في البدن، وسعةً في الرزق، ومحبةً في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب، وسواداً في الوجه، ووهناً في البدن، وبغضاً في قلوب الخلق»

“নিশ্চয় নেক কাজের প্রভাবে অন্তরের জ্যোতি তৈরী হয় , চেহারার আলো পড়ে এবং দেহ বা শরীরে শক্তির সঞ্চার হয় , রিযিক বা জীবিকার প্রশস্ততা বা প্রাচুর্যতা আসে এবং সৃষ্টিজীবের অন্তরের ভালোবাসার উদ্রেক করে। আর খারাপ কাজের প্রভাবে অন্তরে অন্ধকার তৈরী হয় , চেহারায় কালছে ভাব আসে, দেহে আসে শীর্ণতা আর সৃষ্টিজীবের অন্তরে আসে তার প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতা ”।

IslamHouse.com

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible],

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٦ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١٠٧ [آل عمران: ١٠٦، ١٠٧]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

﴿وَذَرُواْ ظَٰهِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَبَاطِنَهُۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡسِبُونَ ٱلۡإِثۡمَ سَيُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُواْ يَقۡتَرِفُونَ ١٢٠﴾ [الأنعام: ١٢٠]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠﴾ [النور: ٣٠]

"(ﷺ [illegible]!) [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

“[illegible] [illegible] ([illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

91

“গান, সূর ও সঙ্গীত অন্তরে মোনাফেকীর চারা অঙ্কুরিত করে যেমন, পানি তৃণ ও উদ্ভিদ অঙ্কুরিত করে।”

বস্তুত বাদ্যযন্ত্র, সূর ও সঙ্গীত তোমার অন্তরে আল্লাহর আয়াত বা নির্দশন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বাধার সৃষ্টি করে থাকে। তোমার অন্তরে কুরআন শুনাকে ও অর্থ জানা কঠিন করে তোলে এবং তোমার শরীরে আনুগত্য, ও ইহসানকে বোঝা করে তোলে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦﴾ [لقمان: ٦]

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবার জন্যে অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে; তাদেরই জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।” [সূরা লোকমান, আয়াত: ৬]

সালাফদের অনেকেই এই আয়াত (لَهْوَ الْحَدِيثِ) এর ব্যাখ্যা গান, সূর ও সঙ্গীত বলে উল্লেখ করেছেন। তাই বাদ্যযন্ত্র ও

IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]

﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ١١٦﴾ [الانعام: ١١٦]

"(ومن الخطأ) أيضا ما [illegible] [illegible] [illegible]

91

করে তুলে। তাই অন্তরকে পবিত্র করা প্রয়োজন।

* চতুর্থ আপদ : সন্দেহ ও সংশয় যা অন্তরকে হক্ক বা সত্য (গ্রহণ করা) থেকে অন্ধ করে দেয় এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দেয়।

বস্তুত সন্দেহ মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক এক রোগ, যা ঈমানের স্বাদ নিয়ে যায় এবং শয়তানের কুমন্ত্রনা বৃদ্ধি করে দেয় এবং তার অনুসারীকে কুরআন ও হাদীস থেকে উপকৃত হতে বাধার সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ﴾ [ال عمران: ٧]

“অতএব, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে ফলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের (অস্পষ্ট আয়াতের) অনুসরণ করে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭]

এ শ্রেণির মানুষ তারা আল্লাহ তা‘আলার কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বা হাদীস থেকে উপকৃত হতে পারে না। কারণ, তাদের তাদের দৃষ্টি

IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]:

مازالت الشبهات تغزو قلبه حتى تَشَحَّطَ بينهن قتيلا

“[illegible]

[illegible]! [illegible]

[illegible]

91

করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠﴾ [النساء: ١٤٠]

“নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) তোমাদের গ্রন্থের মধ্যে নির্দেশ করেছেন যে, যখন তোমরা শ্রবণ কর (কারও দ্বারা) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তার প্রতি উপহাস করতে, তখন তাদের সাথে উপবেশন করো না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে, অন্যথা তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে, নিশ্চয় আল্লাহ সে সকল মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪০]

যারা সন্দেহের অনুসারী, তারা বাতিল ও অসত্য পদ্ধতিতে আল্লাহর আয়াত নিয়ে সবচেয়ে বেশি অর্থহীন তর্ক করতে থাকে। ফুদ্বাইল ইবন আইয়াদ্ব রহ. বলেন,

IslamHouse.com

إيــاك أن تجلس مع من يفسد عليك قلبــك، ولا تجلس مع صــاحب هــوى، فــإني أخــاف عليك مقت الله

“[illegible]”

[illegible], [illegible] ‘[illegible] [illegible] [illegible] [

91

(মিথ্যাচার ও ইসলামবিরোধী সন্দেহ তৈরী ও প্রচার-প্রসার কাজে লিপ্ত না হয়ে সত্যিকার ঈমানদার হতো) তবে তা তাদের জন্যে অবশ্যই মঙ্গলজনক হতো।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢﴾ [النساء: ٨٢]

“তারা কেন কুরআনের প্রতি মনঃসংযোগ করে না? আর যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে হতো তবে এতে বহু মতানৈক্য প্রাপ্ত হতো।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٞ ٤١ لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢]

“এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না-অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪১-৪২]

IslamHouse.com

* [illegible]:

[illegible]

91

“(হে নবী) তুমি গাফিল তথা উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২০৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ٢٨﴾ [الكهف: ٢٨]

“যার অন্তরকে আমরা আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তার অনুসরণ করো না।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ২৮]

অতএব, গাফলতি বা অবহেলা অন্তরকে পরিষ্কার ও পবিত্র করা থেকে এবং যা তার উপকার, বিকাশ, উন্নয়ন, তাকে সুন্দর ও সংশোধন এবং পবিত্র করবে তা থেকে অমনোযোগী ও ভুলিয়ে রাখে।

প্রিয় পাঠক!

উল্লিখিত বিষয়সমূহ হচ্ছে মৌলিক আপদ ও রোগ যা তোমার সামনে (আজ সমাজে) বিস্তার লাভ করেছে এবং তোমার দৃষ্টির দরজায় যা কড়া নেড়েছে। তা থেকে রক্ষার জন্য দৃঢ় ইচ্ছা এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল মাধ্যমে ও উপকরণ গ্রহণ করা

IslamHouse.com

[illegible]

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤﴾ [الطلاق: ٤]

“[illegible]” [illegible, illegible: ٥]

[illegible]

[illegible]

91

করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

«إذا تقرّب العبد إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة»

“বান্দা আমার দিকে যখন এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই এবং বান্দা যখন আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই এবং বান্দা যখন আমার কাছে হেঁটে আসে আমি তার কাছে দ্রুত চলি।”[11]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]

“যারা আমাদের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত করবো।” [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৬৯]

প্রিয় পাঠক! তোমাকে অবশ্যই এই সমস্ত রোগ ও আপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং সদা সজাগ ও

---

[11] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫।

IslamHouse.com

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

*[illegible]

[illegible]

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، و ذهاب همومنا وغمومنا

91

“হে আল্লাহ! (তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে) তুমি পবিত্র কুরআন মাজীদকে আমার অন্তরের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী বানিয়ে দাও।”

দ্বিতীয় ঔষধ: বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে গভীরভাবে ভালোবাসা।

কারণ, মহব্বত বা ভালোবাসা হলো অন্তরের চিকিৎসার সবচেয়ে উপকারী ঔষধ। কারণ, মহব্বত হলো ইবাদত বা দাসত্বের মূল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

“এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ বা শরীক স্থির করে, আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালোবেসে থাকে আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা দৃঢ়তর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫]

IslamHouse.com

وصلاحه وفلاحه ونعيمه

تجريد هذا الحب للرحمن

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود

91

في الكفر بعد إذ أنقــذه الله منه كما يكــره أن يلقى في النار»

“যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তার নিকট সবার চেয়ে প্রিয় হবে। সে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসে এবং আল্লাহ কর্তৃক কুফুরী থেকে রক্ষা পাওয়ার পর সে তাতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে ঘৃণা করে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।”[13]

এই হাদীসে ভালো করে দৃষ্টি প্রদান করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর বৃত্ত আল্লাহর ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত ও তার সাথেই ঘূর্ণায়মান। তাই ভালোবাসা হচ্ছে দীন ইসলামের সবচেয়ে বড় কর্তব্য এবং তার মূলনীতিগুলোর অধিকাংশই এর সাথে জড়িত বরং ভালোবাসা হলো ঈমান ও দীন ইসলামের প্রতিটি আমলের মূল। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

---

[13] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১; মুসলিম, হাদীস নং ৪৩।

IslamHouse.com

﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١﴾ [التغابن: ١١]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

91

ভালোবাসা থাকবে, যার মাধ্যমে অন্তর সংশোধন সম্ভব হবে।

তৃতীয় ঔষধ: আল্লাহর যিকির বা স্মরণ:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨﴾ [الرعد: ٢٨]

“আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত (অন্তর) প্রশান্ত হয়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]

সহীহ হদীসে আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مثل الذي يـذكر ربه والـذي لا يـذكر ربه كمثل الحي والميت»

“যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে, আর যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে না, তাদের উভয়ের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত এবং মৃতের ন্যায়।”[14]

অতএব, অন্তরের জন্য আল্লাহর যিকির বা স্মরণ হলো যেমন, পানিতে মাছের অবস্থা। পানি থেকে মাছকে উপরে

---

[14] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪০৭।

IslamHouse.com

[illegible]

﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكۡرِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

91

“যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১]

কমপক্ষে শর্তযুক্ত আযকারগুলো হিফাযত করা। যেমন, সকাল ও বিকালে পাঠ করার দো‘আ এবং সালাতের পর যে সমস্ত আযকার পাঠ করা হয় তার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং ঐ সমস্ত দো‘আ যা কোনো কারণে অথবা বিশেষ অবস্থায় পাঠ করা হয়।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তুমি আল্লাহর যিকির করার ব্যাপারে যথাসাধ্য যত্নবান হবে। কারণ, আল্লাহর যিকির বা স্মরণ হলো অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের হয়ে আসার এবং আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে রহমত, দয়া ও অনুগ্রহের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ এবং সকাল এবং বিকাল তাঁর তাসবীহ পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করার পর এর প্রতিদান উল্লেখ করে বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا ٤٣﴾ [الاحزاب: ٤٣]

IslamHouse.com

91

“তিনি (আল্লাহ) তোমাদের ওপর সালাত প্রেরণ করেন আর তাঁর ফিরিশতারাও ; তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্যে এবং তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। ” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪৩]

তাই আল্লাহকে স্মরণকারীর প্রতিদান হলো অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত বা রহমত এবং ফিরিশতার পক্ষ থেকে ক্ষমার দো ‘আ করা।

চতুর্থ ঔষধ : আন্তরিক তাওবাহ করা এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া

বস্তুত খাঁটি বা আন্তরিকভাবে করা তাওবা , যাতে তাওবার শর্ত পরিপূর্ণ থাকে , তা অন্তরকে উজ্জ্বলতা প্রদান করে এবং অন্তর থেকে পাপ ও খারাপ কাজের ময়লা দূরীভূত করে দেয়। কারণ , অনবরত পাপ ও অন্যায়ের কাজ করতে থাকলে তা অন্তরকে কালো করে তোলে , ফলে পাপী ও অন্যায়কারীর অন্তরকে ঘোর অন্ধকার , কঠোর নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও নির্দয় দেখতে পাবে এবং তার মধ্যে স্বচ্ছতা , নির্মলতা ও আনন্দ খুঁজে পাবে না , বরং আল্লাহর

IslamHouse.com

[illegible]

[illegible]

«إنه ليغـان على قلـبي، وإني لأسـتغفر الله في اليوم مائة مرة»

“[illegible]”[15]

[illegible]

[15] [illegible]

[illegible]

﴿أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٖ مِّنۡهَاۚ [الانعام: ١٢٢]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

91

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে তাঁর আত্মার শুদ্ধি, হিদায়াত এবং হকের প্রতি অবিচল থাকার জন্য বেশি বেশি প্রার্থনা করতেন। ইমাম তিরমিযী সহীহ সনদে উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আটি বেশি বেশি পাঠ করতেন :

«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»

“হে অন্তর পরিবর্তনকারী ! আমার অন্তরকে তোমার দীনের প্রতি স্থির রাখ। ”[16]

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»

“নিশ্চয় আদম সন্তানের সমস্ত অন্তর পরম করুণাময় আল্লাহর দু’আঙ্গুলের

---

[16] তিরমিযী হাদীস নং ২১৪০।

IslamHouse.com

91

মাঝে এক অন্তরের ন্যায় , তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন। ”

তিনি আরও বলেন,

«اللهم مصـــرف القلـــوب صـــرف قلوبنا على طاعتك»

“হে অন্তরের পরিবর্তনকারী ! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে পরিবর্তন করো। ”

ষষ্ঠ ঔষধ : বেশি বেশি আখিরাতের কথা স্মরণ করা :

কারণ, আখিরাত সম্পর্কে গাফিল থাকা হচ্ছে , কল্যাণ ও সাওয়াবের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এবং যাবতীয় ফিতনা ও অকল্যাণ আনয়নকারী। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«زوروا القبور فإنها تذكركم الموت»

“তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ , কবর যিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। ”[17]

ইবন মাজাহ ’র অন্য এক বর্ণনায় আছে :

---

[17] সহীহ মুসলিম , হাদীস নং : ৮৭৬।

IslamHouse.com

«فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة»

“[illegible]”[18]

[illegible]

[illegible]

[illegible

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]:

وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ٢٨ [الكهف: ٢٨]

"(أن [illegible]!) [illegible] [illegible] [illegible]

“[illegible]

[illegible],

إنك أن تنقل الحجـارة مع الأبـرار خـير من أن تأكل الحلوى مع الفجار

“[illegible]

إن كنت لألقى الرجل من إخواني فأكون بلقيـاه عاقلاً أياماً

“[illegible]

[illegible]:

كنت أنظر إلى أخ من إخـــــواني فأعمل على رؤيته شهراً

“[illegible]”

[illegible]

[illegible]

‘[illegible]

﴿يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ ٨٩﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]

91

“সেদিন, যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আবারও ‘আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহর কাছে দো‘আ করি, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর শরী‘আতের ওপর সুদৃঢ় থাকার তাওফীক দান করেন এবং তিনি আমাদেরকে যেন একনিষ্ঠ অন্তর এবং সৎ আমল করার তাওফীক দান করেন এবং আমাদের অন্তরে যেন তাকওয়া দান করেন এবং যেন তা পবিত্র করেন এবং তিনিই অন্তরের উত্তম পবিত্রকারী।

পরিশেষে আমাদের দাবী থাকবে যে, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। আর আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম থেকে সতককারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি রহমত নাযিল করুন। (আমিন)

IslamHouse.com

[illegible]